Department of History

Semester: IV

Course Type: CC

Course Code: BAHHISC403

Paper Name: **19th Century Revolutions In Europe**

Serbian Nationalism

সার্ব জাতীয়তাবাদ

১৯শতকে বলকান অঞ্চলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর জাতীয়-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া। জাতীয়-চেতনার উন্মেষ এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব আঞ্চলিক ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত, আর প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারাও পরিচালিত হয়েছিল। তাছাড়া, কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিও লক্ষ্যনীয়।

তবে, শেষ পর্যন্ত নির্দ্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল বৈদেশিক শক্তি ও বাহ্যিক চাপ। বলকান জনগণ জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা কতটা উদ্বুদ্ধ, কতটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য সচেষ্ট, কতটা আলাদা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব – সবকিছুই নির্ভর করতো বৈদেশিক সাহায্যের উপর। কারণ, ঊনিশ শতকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী প্রভৃতি বিদেশী শক্তি এই এলাকায় নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সক্রিয় ছিল।

আসলে, **১৯** শতকের গোড়ায় ‘নেপোলিয়নিক যুদ্ধ’ এবং রাশিয়ার আগ্রাসন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল **১৮২১** সালে রুমানিয়ার বিদ্রোহ, **১৮২১-৩২** সাল পর্যন্ত গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং **১৮২৬** সালে ‘জানিসারি’ প্রথার বিলোপ।

ঊনিশ শতকের সূচনাতে, **১৮০৪** সালে অটোমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরে সার্বরা, যা **১৮৭৮** সালে স্বাধীন সার্বিয়া রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল। যদিও সার্ব জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন তাদের আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল **১৩৮৯** সালে ‘কসোভো’র যুদ্ধের মাধ্যমে, সার্বিয়া ও অটোমান তুর্কীদের মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধ সার্বিয়ার জাতীয় ও ধর্মীয় ছুটির দিন। এই দিনটি ‘Vidovdan’ বা ‘Saint Vitus Day’ হিসাবে পালিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই যুদ্ধ সার্ব-জাতীয়তাবাদীদের কাছে বিশেষ প্রতীকী ঘটনা হিসাবে স্মরনীয়।

সার্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কারা জর্জ সার্বদের সামনে একটি ভাষাগত সংজ্ঞা উপস্থিত করেছিলেন। ধর্মীয় ও ভৌগলিক আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে তিনি স্থান দিয়েছিলেন Slokavian Dilect-এ যারা কথা বলেন তাদের ঐক্যের উপর। জার্মান পন্ডিত মিচেল উইথম্যান মনে করেন, কারা জর্জের তত্ত্ব অনুযায়ী দক্ষিণ শ্লাভরা ছিল সার্ব এবং যারা “dangerous Political and ideological idea in scientific shape”. অন্যদিকে জনৈক চেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কারা জর্জ ছিলেন “a propagator of Great Serbian Ideology”. সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে আরেকটি মানুষের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি হলেন ইলিজা গারাসানিন (Ilija Garasanin), তিনি বৃহৎ সার্বিয়ার প্রবক্তা ছিলেন এবং তাঁর কল্পিত সার্ব-রাষ্ট্র বলকান অঞ্চলের সকল সার্বদের নিয়ে গঠিত।

১৮৭৮ সালে বার্লিন ব্যবস্থা অনুযায়ী সার্বিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করে। সার্বিয়ার নতুন সরকার এবং দক্ষিণ-শ্লাভরা মনে করে যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বার্গ শাসনাধীনে বসবাসকারী মানুষজনদের জোর করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। তাই, তাদের মুক্তি এবং সর্ব-সার্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি প্রয়োজন। এরই ফলাফল ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের সাথে সার্বিয়ার বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক। ঊনিশ শতকের শেষভাগে এই সম্পর্ক আরও জটিল রূপ লাভ করে বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে ১৯১৪ সালে তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পূর্নতা লাভ করে।

Prepared by Jyotika Waghela, Associate Professor of History, Raniganj Girls' College.